দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৮

দৈনিক ইত্তেফাক
রোববার, ১৪ শ্রাবণ ১৪১৪
Sunday, 29 July, 2007
|১৩|

সাম্প্রতিক

এ সময়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

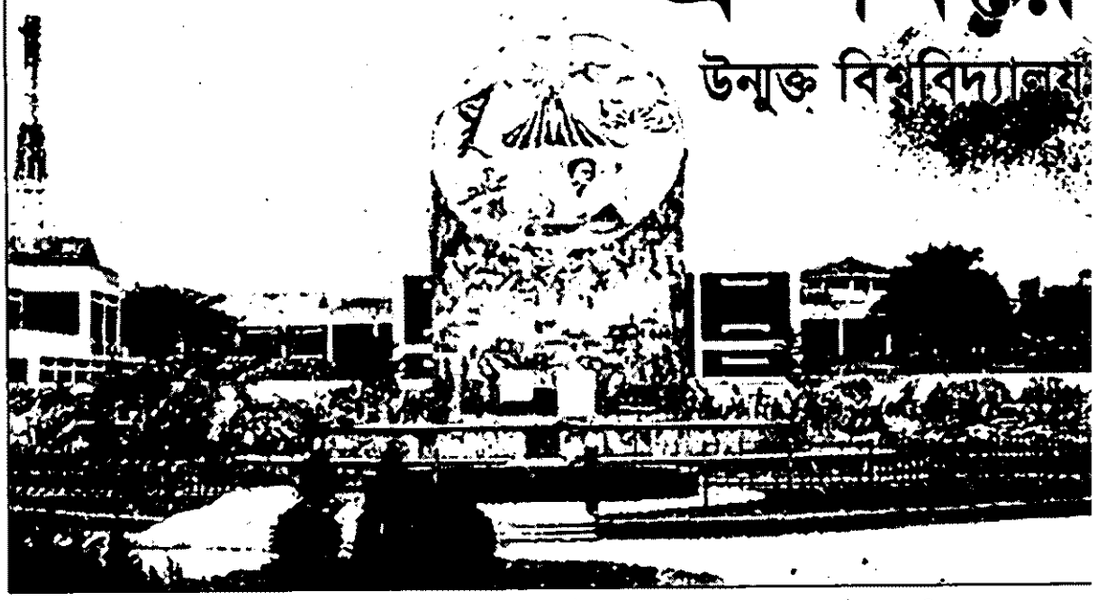

জিল্লুর রহমান বাদল, অপূর্বা ঝুমুর

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার সুযোগ পৌছে দেয়া এবং দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানী ঢাকা থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে গাজীপুরে সবুজঘেরা গ্রামীণ পরিবেশে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক সংলগ্ন ৩৫ একর জায়গার ওপর গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এর মূল ক্যাম্পাস। এশীয় ব্যাংকের ঋণ ও বাংলাদেশ সরকারের অনুদানসহ ১৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে এ বিদ্যালয়। সারাদেশে বিস্তৃত ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র। ৮০টি কো-অর্ডিনেটিং অফিস ও প্রায় ১০৪৫টি টিউটোরিয়াল সেন্টার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ২১টি আনুষ্ঠানিক এবং ১৯ অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম রয়েছে। আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে ৪টি মাস্টার্স, ৬টি স্নাতক, ৮টি সার্টিফিকেট এবং ৩টি ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম। তাছাড়া Post Graduate Diploma in environment & Sustainable Development FmA Bachelor of law শীর্ষক দু'টি প্রোগ্রাম অফার করা শুরু হবে। বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ লাখ ৮০ হাজার ৭ জন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকিং, সেক্টরে, স্কুল-কলেজ, প্রাইভেট কম্পানিগুলোতে যোগ্যতা অনুসারে চাকরি পেতে পারে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিসিএসও দিতে পারে।

ওপেন স্কুল এসএসসি প্রোগ্রাম: এসএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় নভেম্বর মাসে। ভর্তি ফরম সংগ্রহ ও জমা দেয়ার শেষ সময় ডিসেম্বর ৩১। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রার্থীদের আবেদন পত্র যাচাই-বাছাই করে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয় ১১ জানুয়ারি। নির্বাচিত তালিকা হতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি শুরু ১১ জানুয়ারি এবং তা চলে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এসএসসি প্রোগ্রামের ক্লাস শুরু হয় মার্চের ১ম শুক্রবার।

ভর্তির যোগ্যতা: নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ বাউবির এসএসসি প্রোগ্রামে মানবিক শাখায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন-

(ক) কোন অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা হতে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণীর/সমমানের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(খ) ১৪ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের প্রার্থী (আবেদন পত্র জমা দানের শেষ দিনে)।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে ৩০ টাকা জমা দিয়ে জমাদানের রশিদের বিনিময়ে মনোনীত টিউটোরিয়াল কেন্দ্র থেকে আবেদন পত্র সংগ্রহ করা যাবে। যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ টিউটোরিয়াল কেন্দ্রেই জমা দিতে হবে।

এসএসসি প্রোগ্রামের মেয়াদ দুই বছর তবে একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রোগ্রাম সমাপ্ত করার সুযোগ পাবে।

এইচএসসি প্রোগ্রাম: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর আওতায় এইচএসসি প্রোগ্রামের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে। ভর্তি ফরম সংগ্রহ এবং জমাদানের সময় ০১ অক্টোবর হতে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয় ২১ নভেম্বর, এবং মার্চের ২য় সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয় ক্লাস।

ভর্তির যোগ্যতা: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এই এইচএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রচলিত শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি, দাখিল বা সমমানের পরীক্ষায় পাস হতে হবে। এক্ষেত্রে বয়স বা শিক্ষা বিরতি সংক্রান্ত কোন বিধি-নিষেধ থাকবে না।

প্রোগ্রামের মেয়াদ: এইচএসসি (মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা বিজ্ঞান) প্রোগ্রামের মেয়াদ স্বাভাবিকভাবে দুই বছরের। তবে একজন শিক্ষার্থী প্রোগ্রামে নিবন্ধনের পর সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রোগ্রাম সমাপ্ত করার সুযোগ পাবেন।

আবেদন পত্র সংগ্রহ: (ক) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত টিউটোরিয়াল কেন্দ্র থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।

(খ) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সোনালী ব্যাংকে ৫০ টাকা জমা দিয়ে জমাদানের রশিদের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট টিউটোরিয়াল কেন্দ্র থেকে ভর্তির আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম: এটি একটি স্নাতকভিত্তিক প্রোগ্রাম যা ব্যাচেলর অব আর্টস এবং ব্যাচেলর অব সোস্যাল সাইন্সে-এ বিভক্ত। এই প্রোগ্রামটি ৬ সেমিস্টার মেয়াদী। প্রতিটি সেমিস্টারের মেয়াদকাল ৬ মাস। এ প্রোগ্রাম সর্বনিম্ন ৩ বছর এবং সর্বোচ্চ ৫ বছর সময় লাগবে। নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করতে হবে।

ভর্তির সময়: শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে একবার ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তি কার্যক্রম সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেই সম্পন্ন হবে। প্রতি সেমিস্টারের শুরুতে কোর্স ফিসহ প্রদেয় অন্যান্য ফি প্রদান করতে হবে।

ভর্তির যোগ্যতা: ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের বাউবির অথবা কোন অনুমোদিত শিক্ষাবোর্ড থেকে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় পাস হতে হবে এবং নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে। যারা বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড হতে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ সালের ফাজিল, ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালের দাখিল এবং ১৯৮৭/পরবর্তী সালের আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারাও এ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।

ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ: শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকের শাখায় ১০ (একশত) টাকা জমা দিয়ে রশিদ নিতে হবে। ব্যাংকের রশিদ দেখিয়ে নিকটস্থ বাউবি'র আঞ্চলিক বা স্থানীয় কেন্দ্র থেকে আবেদনপত্রসহ ভর্তি নির্দেশিকা সংগ্রহ করা যাবে। নির্ধারিত ব্যাংকে বা ব্যাংকের কোন শাখায় টাকা জমা দিতে হবে তা নিকটস্থ বাউবির আঞ্চলিক বা স্থানীয় কেন্দ্র থেকে জানা যাবে।

এছাড়া বাউবি'র আওতায় এমবিএ করার সুযোগ রয়েছে। তবে এমবিএ'র ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়।

এখানে যে কোন বয়সীর জন্য শিক্ষা উন্মুক্ত

হাফিজ আহমেদ, আঞ্চলিক পরিচালক, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রশ্ন: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মূলত কাদের জন্য?

উত্তর: কর্মজীবী, পেশাজীবী, সুযোগ-বঞ্চিত, গৃহিণী, অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত ও ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্ন: এখানকার পড়াতনার মান কেমন?

উত্তর: আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সেমিস্টার সিস্টেম হওয়ায় সেশন জট কম। মুদ্রিত সামগ্রী, বেতার, টেলিভিশন, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সিলেবাস সাজানো হয়েছে।

প্রশ্ন: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় কোথায় চাকরি পেতে পারে?

উত্তর: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যে সকল ক্ষেত্রে চাকরি পায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ্যতা অনুসারে সেই সকল চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

প্রশ্ন: এখানে পড়তে হলে বয়সের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আছে কী?

উত্তর: যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত এখানে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর সময় ও বয়স কোন বাধা নয়।